41

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 APR 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শিক্ষা বিভাগের অডিট ও নিরীক্ষায় দুর্নীতি

নাজমুল হাসান ॥ শিক্ষা বিভাগের অডিট ও নিরীক্ষা দফতর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অর্থের হিসাব-নিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত এই দফতরে সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ ডেপুটেশনে নিয়োগ লাভ করেন। অভিযোগ আছে এই দফতরে ডেপুটেশনে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ৩০ হইতে ৫০ হাজার

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষা বিভাগের

(১ম পৃঃ পর)

টাকা ব্যয় করিতে হয়। এমনিভাবে পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ লাভের পর বহু কর্মকর্তা এখানে একটানা ১০ বছর পর্যন্ত একই দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সরকারী চাকুরীতে ৩ বছর পর পর বদলীর বিধান তাহাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় নাই। সহকারী পরিদর্শক আবু সুফিয়ান ১৯৮৬ সাল হইতে নাজিমুদ্দিন, ছায়েদুর রহমান, নোমানুর রশীদ ও জাকির হোসেন, ১৯৮৭ সাল হইতে উপ-পরিচালক পদে ফরিদউদ্দিন, ১৯৮৮ সাল হইতে পরিদর্শক পদে মনোয়ার হোসেন, ১৯৮৭ সাল হইতে, শহিদুল্লাহ বাহার, ১৯৯১ সাল হইতে হারুনুর রশিদ, আবদুস সামাদ ও আবদুল মতিন, ১৯৯২ সাল হইতে একই পদে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক পদে ডেপুটেশানে আসার নূ্যনতম যোগ্যতা সহকারী অধ্যাপক বা ৪১ শত টাকা মূল বেতন। কিন্তু বিশেষ স্থানে 'বখরা' দিয়া ১১ জন প্রভাষক এখানে পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ লাভ করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। ইহাছাড়া পরিচালককেও শিক্ষামন্ত্রী সরকারের বিশেষ আগ্রহে রাজশাহী কলেজ হইতে এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের অভিযোগ, অডিট ও নিরীক্ষা দফতরে টাকা খরচ না করিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট ভাল হয় না। ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হইয়া যায়। একবার বেতন বন্ধ হইলে ঝামেলা মিটাইতে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। শিক্ষকদের বেতন বন্ধ রাখা এবং চালু করার জন্য অডিট ও নিরীক্ষা দফতর, শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত একটি বিশেষ চ্যানেল সক্রিয়। ১ হাজার ৫৩টি বেসরকারী 'অডিট ফার্ম' নিয়োগের ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা 'বখরা' আদায়েরও অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।